যুগান্তর
প্রিন্ট: ২২ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:১৮ এএম

সারাদেশ

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ, বেশ কয়েকজন আহত

Advertisement

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ২১ এপ্রিল ২০২৬, ০৬:০৯ পিএম

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ, বেশ কয়েকজন আহত

চট্টগ্রামে সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুর ১২টায় কলেজ ক্যাম্পাসে এ সংঘর্ষের পর ক্লাশ ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলমান স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ ও স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কলেজের একটি ভবনের দেওয়ালে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে আঁকা একটি গ্রাফিতির নিচে ‘ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস’ লেখা ছিল। পরে কলেজ শাখা ছাত্রদলের এক নেতা সেটিতে ‘ছাত্র’ শব্দ মুছে ‘গুপ্ত’ শব্দ লিখে দেন। ফলে লেখাটি হয়ে যায় ‘গুপ্ত রাজনীতি ও ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস’।

বিষয়টির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দুই সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দুপুর ১২টার দিকে উভয়পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে পাল্টাপাল্টি স্লোগান

এদিকে সংঘর্ষের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যাহত হলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে- বিষয়টি শিক্ষকরা বুঝিয়ে বলার পর শিক্ষার্থীরা সরে যান। পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরীক্ষা হলেও কলেজের অভ্যন্তরীণ ক্লাশ ও পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়।

সিটি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক সোহেল সিদ্দিক রনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘কলেজে ‘ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস’ লেখা ছিল। সেখানে কে বা কারা ছাত্র শব্দটি মুছে গুপ্ত লিখে দেয়। এ নিয়ে শিবিরের নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের গালাগাল করে পোস্ট দেয়। সকালে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে শিবিরের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালান। এতে আমাদের চারজন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক জাহিদুল আলম জয় গণমাধ্যমকে বলেন, সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রশিবিরের ওপর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা চালান। ক্লাশ ও পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রশিবিরের কর্মীরা অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলার শিকার হন। এতে শিবিরের ৫ জন আহত হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ আবু সালেহ মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন বলেন, দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। প্রথমে শিক্ষকরা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কোতোয়ালি থানার ওসি আফতাব উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত।